সন্ত্রাসের দলিল 'কোরআন' এর দুটো সুরা

(৪)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

এবার মুনাফিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। যেহেতু মুনাফিকদের সমর্থনে বাহির থেকে কোন সাহায্য আসার আর ভয় নেই, সেহেতু এখন থেকে তাদেরকে প্রকাশ্যে কাফির বলে গণ্য করার জন্যে মুসলমানগণকে ৭৩-৭৪ নম্বর আয়াতে প্রেরণা দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত সরূপ নবী পাক (দঃ) সোয়ালিমের ঘর, যে ঘরে বসে মুনাফিকগণ শলা-পরপমর্শ করতো, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এবার তাবুক থেকে ফিরে এসে তাদের তৈরী সেই মসজিদটিও ভেঙ্গে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেন। দূর্বল চিত্তের মুসলমানদেরকে, যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল, তাদেরকে অন্তরের সকল সংষয় সন্দেহ দূর করে, সারা পৃথিবীর অমুসলিমদের বিরোদ্ধে জেহাদ করার জন্যে নিজেদেরকে মানসিকভাবে গড়ে তোলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ৮১ থেকে ৯৬ আয়াত গুলোতে। আর পরিস্কার বলে দেয়া হয়েছে, যারা তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেনি, কেউ যদি পুনরায় তাদের মত ভবিষ্যতে অমুসলিমদের বিরোদ্ধে, তাদের জীবন, অর্থ-সম্পদ, সময় ও শক্তি দিয়ে জেহাদ করতে, বিন্দুমাত্র অবহেলা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে না।

মৌলানা মওদুদী কর্তৃক বর্ণীত সুরা দুটোর পটভুমি বা শানে' নুজুলের ওপর কোন মন্তব্য না করে দেখা যাক কোরআনের সুরা আত্-তাওবাহ্তে কি বলা হয়েছে।

সুরা আত্-তাওবাহ্-

১) আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের তরফ থেকে অব্যাহতি ঘোষনা করা হলো সেই সকল মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে।

হঠাৎ করে আউজুবিল্লাহ্ নেই বিস্‌মিল্লাহ্ নেই গরম গরম রেড ওয়ার্নিং ! কিসের চুক্তি? সারা আরব বিশ্বে সন্ত্রাসের প্রলয় ঘটিয়ে, নিরপরাধ মানুষকে ঘর-ছাড়া করে, অবাদে নারী-পুরুষ জবাই করে, অগণিত শিশু হত্যা করে, ঘর-বাড়ি গাছ-বৃক্ষ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে, নুন্যতম মানবিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে, এখন বুঝি মনে পড়লো হোদাইবিয়ায় সন্ধির কথা? হোদাইবিয়ায় সন্ধি ছিল মক্‌কা আক্রমনের পূর্ব-পরিকল্পিত নীল-নক্‌শা। এই আয়াতটি মক্‌কা আক্রমন করার আগে উচ্চারণ করলে মানাতো ভাল।

২) সুতরাং চার মাস স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করো। আর মনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্র হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

আয়াতটি এরকম হওয়া উচিৎ ছিল- 'আর মনে রেখো, তোমরা আমার হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আমি নিশ্চয়ই কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকি'। কারণ কোরআন আল্লাহর কথাও আল্লাহর।

৩) আর এই মহান হজ্জের দিনে মানুষদের প্রতি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের পক্ষ থেকে ঘোষনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত আর তাঁর রাসুলও। অবশ্য তোমরা যদি তওবা করো তা হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। অন্যতায় জেনে রেখো আল্লাহ্র হাত থেকে তোমাদের মুক্তি নেই। আর কাফিরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও।

‘ আল্লাহ্ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত’ এর মা’নেটা কি? আল্লাহ্কে কি মানুষের মতো জবাবদিহী করতে হয়? কোন দায়-বদ্ধতায় কি আল্লাহ্ কখনো দস্তখত করেছিলেন? হ্যাঁ, হুদাইবিয়ার সন্ধি-পত্রে (দশ বৎসরের শান্তি চুক্তি) দস্তখত করেছিলেন মুহাম্মদ বিন্ আব্দুল্লাহ্। হজরত আলীর লিখা সেই সন্ধি-পত্রে আল্লাহ্র নামটিও লিখা ছিল কিন্তু মুহাম্মদ বিনা দ্বিধায় নিজ হাতে নামটি মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। আবু-তালিব, আবু-জেহেল তো কোনদিন মাথা-নত করেন নি, তারা তাদের আল্লাহর জন্যে জীবন দিয়ে গেছেন। আল্লাহ্র নামের হীন অপমান সহ্য করতে পারেন নি হজরত আবুবকর, আলী, ওমর ও উপস্থিত মুসলমানগণ। সহীহ বোখারী শরীফে প্রমান আছে, সেদিন ক্ষুব্ধ ওমর, হজরত আবুবকরকে প্রশ্ন করেছিলেন- উনি সত্যিই কি আল্লাহ্র নবী’?

৪) তবে যে সকল মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, যারা তোমাদের সাথে কোন ত্রুটি করেনি, তোমাদের বিরোদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত পুরণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

এই ধর্মপরায়ণরা অনেক আগেই সকল চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কায়, তায়েফে, হুনায়ইনে, মুতা’য়, শতশত নারী-শিশুকে বন্দী করে খুন করেছিলেন, এবং অমুসলিম মহিলাদেরকে তিন রাতের জন্যে কাম-উম্মাদ মুসলমানদের তৃষ্ণা নিবারণে বেশ্যা বানিয়েছিলেন। চুক্তির মেয়াদ কত দিন? চার মাস না দশ বৎসর?

৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে, মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদেরকে পাও, তাদেরকে বন্দী করো আর ঘেরাও করো চতুর্দিক থেকে। আর ওঁত পেতে বসে থেকো প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ পড়ে এবং যাকাত (কর) আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

কে বলে ইসলামে জবরদস্তি নেই? কোন্ মুর্খ দাবী করে ইসলাম অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে কেউ কি মুসলমান থাকতে পারে? ওপরের আয়াত অনুযায়ী মুসলমান না হয়ে অমুসলিম কেউ মুসলিম দেশে বাস করার কি কোন পথ খোলা আছে?

৬) আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পারে এবং তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এ জন্যে যে এদের কোন জ্ঞান নেই।

কল্পনা করা যায় দুষ্ট রাজনীতি একজন দরিদ্র, অশিক্ষিত, পিতৃহীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন মানুষকে কেমন আত্মম্ভরী করে তোলে? মানবিক জ্ঞান কতটুকু নীচে নামলে একজন মানুষ বলতে পারে- ‘আশ্রয় প্রাথীকে আশ্রয় দেবে এ জন্যে যে তাদের কোন জ্ঞান নেই’। ‘তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনতে পারে’। আর যদি সে মুহাম্মদের আল্লাহ্ ছাড়া তার নিজের আল্লাহ্র কালাম শুনে, তাহলে? তাহলে তার জন্যেতো ওঁৎ পাতানোই আছে তাই না?

৭) মুশরিকদের (অমুসলিম) সাথে কিরূপে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের চুক্তি বলবৎ থাকবে, তবে তাদের ছাড়া যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে

মসজিদুল-হারামের নিকটে? সুতরাং যতক্ষণ তারা তোমাদের প্রতি সরল থাকে তোমরাও ততক্ষণ তাদের প্রতি সরল থেকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ধর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

আল্লাহ্ যদি জানেন ওদের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকবে না, তাহলে চুক্তিতে সই করলেন কেন? মানুষ চুক্তি ভঙ্গ করলো, তাই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলও মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চুক্তি ভঙ্গ করলেন। মক্কা আক্রমন করলেন তারপর আরো কয়েকটি যুদ্ধে বেশ কিছু এলাকা দখল করলেন, প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করলেন। মানুষ সরল হলে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলও সরল, মানুষ যুদ্ধ করলে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলও মানুষের সাথে যুদ্ধ করেণ। মানুষ ঠাট্টা করলে মশকরা করলে আল্লাহ্ও ঠাট্টা মশকরা করেণ, মানুষ মতলব-পরিকল্পনা করলে আল্লাহ্ও মতলব-পরিকল্পনা করেন। এ আল্লাহ্তো জীবন্ত এক মানুষ ছাড়া কিছু হতে পারে না।

৮) কেমন করে? (তাদের সাথে চুক্তি সম্ভব) তারাতো তোমাদের ওপর জয়ী হলে তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের অন্তরসমুহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই ফাছিক (দুস্কৃতিকারী)।

এই কথাগুলো চুক্তিতে সই করার পূর্বে না বলে তাবুক থেকে ফিরে এসে বলা হচ্ছে কেন? এই যে কথায় কথায় তারা তারা আর মুশরিক, ফাছিক, কাফির, মুনাফিক বলা হচ্ছে এগুলো মুসলমানদের মনে অমুসলিমদের প্রতি চিরদিন ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্যে নয় কি? কোরআন কি গালি শিক্ষার বই?

৯) তারা আল্লাহ্র আয়াত সমুহ অল্প মূল্যে বিক্রয় করে অতঃপর লোকদেরকে নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করছে তা অতি নিকৃষ্ট।

তাহলে, আল্লাহ্র আয়াত দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফেরানোর মত কথাও কোরআনে আছে? কি সেই আয়াতগুলো ছিল? সেগুলো মক্কায় না মদীনায় রচিত?

১০) তারা মুমিনদের সাথে আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেয় না। আর তারাই সীমালংঘনকারী।
১১) অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে আর জাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই। আর আমরা নির্দেশাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানীদের জন্যে।

মুখ দিয়ে তওবা করে, শরীর দিয়ে নামাজ কায়েম করে, আর অর্থ দিয়ে জাকাত আদায় করে তারা ধর্মীয় ভাই হয়ে গেলো। এর পর যদি যুদ্ধে না যায় তাহলে সেই ভাই মুনাফিক হয়ে যায়, তাই না? জ্ঞানীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনার কি প্রয়োজন আছে? নামাজ কায়েম করার পদ্ধতির বিশদভাবে বর্ণনাটা কোথায়? এই জ্ঞানীরাই তো বিশদভাবে বর্ণনা পড়ে নিজেদের মধ্যে খুনাখুনী করেছেন আজও করছেন এবং আখেরে তারাই ৭২ দলে ভাগ হবেন। শ্রম-জীবি মুর্খদের হাতে সেদিনও বর্শা-তলোয়ার ছিল না আজও বোমা-গ্রেনেড নেই।

১২) আর যদি তারা চুক্তি (শপথ) ভঙ্গ করে আর তোমাদের ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করে তাহলে কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো, এদের শপথের কোন মূল্য নেই যে তারা বিরত থাকবে (দুস্কর্ম করা থেকে)।

তাদের অন্তর সম্মন্ধে এতো জ্ঞান থাকা সত্বেও আল্লাহ 'যদি' শব্দ ব্যবহার করলেন? পরধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করা মুহাম্মদের কোরআন ছাড়া আর কোন্ ধর্ম-গ্রন্থে আছে?

১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবেনা যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসুলকে বহিস্কারের সংকল্প করেছিল? তারাই আগে তোমাদেরকে আক্রমন করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ তোমাদের অধিকতর ভয়ের যোগ্য হলেন আল্লাহ্, যদি তোমরা মুমিন হও।

মাটির মানুষের কাছে আকাশের প্রতাপশালী আল্লাহ্র (না মুহাম্মদের) কেমন করুণ মিনতি ! বদর থেকে যুদ্ধ করে করে আর্মি ফেরেস্তারা কি মরে মরে সাফ হয়ে গেলেন, না কি সকলেই পেনশন পেয়ে গেছেন? এই আয়াতটি বলা হয়েছিল তাবুক অভিযানে যাওয়ার পুর্বে আর প্রথম আয়াতটি বলা হয়েছিল তাবুক থেকে ফিরে এসে। হাদিস সাক্ষী দেয় এই সুরার শেষ কিছু আয়াত সমুহ মক্কায় বলা হয়েছিল। পবিত্র বইখানিতে টেইলারিং কাজটা কারা করলেন?

১৪) তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরোদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন আর মুসলমানদের অন্তর সমুহ শান্ত করবেন।
১৫) আর মুসলমানদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্ব-জ্ঞাতা পরমজ্ঞানী।
১৬) তোমরা কি মনে করো তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন, তোমরা কে যুদ্ধ করেছো এবং কে আল্লাহ ও তার রাসুল ও মুসলমান ব্যতিত অন্য কউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছো? তোমরা যা করো সে সম্ন্ধে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

কে যুদ্ধে গিয়েছিল আর কে যায় নাই তা জানার জন্যে কিছুটা সময় লাগবে বৈ কি। তবে এরা ভাল ভাবেই জেনে গেছে মুহাম্মদের পদতলে মাথা নোয়ানো ছাড়া তাদের আর কোন গতি নেই।

১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্র মসজিদ দেখাশুনা করার তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সকল কাজ (আমল) ব্যর্থ হবে এবং তারা চিরদিন আগুনের ভেতর বসবাস করবে।
১৮) নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহ্র মসজিদ দেখাশুনা করবে যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে আর পরকালেও আর নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়ত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

'অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়ত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। আল্লাহ্রও মানুষের মতো আশা নিরাশা আছে? কথাটা বোধ হয় আল্লাহ্র নয় বরং মুহাম্মদের?

১৯) তোমরা কি হাজীদেরকে পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম রক্ষণাবেক্ষণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্র ওপর ও পরকালে, আর আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করেছে? এরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালিমদের হেদায়ত করেণ না।

মুহাম্মদ ভুলে গেছেন কথাগুলো যে সরাসরি আল্লাহ্র, তিনি মাধ্যম মাত্র। বাক্যগুলো স্পষ্টই প্রমাণ করে বক্তা আল্লাহ্ নয় বরং স্বয়ং মুহাম্মদ। আল্লাহ্র কাছে সূফীবাদের কোন মুল্য নেই আছে সন্ত্রাসের অপরিসীম পুরস্কার।

২০) যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং নিজের জীবন ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আর তারাই সফলকাম।

জান আর মাল দিলে মর্যাদা ছাড়া আর কি কি পাওয়া যাবে?

২১) তাদের আল্লাহ্‌ তাদেরকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন- স্বীয় দয়া ও সন্তোষের আর বেহেস্তের, সেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী শান্তি।

মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর আর কি করতে হয়?

২৩) হে ঈমানদারগণ তোমারা তোমাদের স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

শুধু জন্মদাতা পিতা আর সহোদর ভাই ত্যাগ করলেই হবে?

২৪) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো, তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহ্‌ ও তার রাসুল ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক প্রীয় মনে করো, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্‌ ফাসেকদলকে হেদায়ত করেণ না।

সাধে কি আর মায়ের মমতা, বাবার আদর, সন্তানের মায়া, বোনের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জেহাদীরা বোমা হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়?

২৫) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, এবং হোনাইনের যুদ্ধেও যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, এবং তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গিয়েছিলে।

কি আশ্চর্য ! সাহাবীগণ বেহেস্তের দরজা থেকে পালিয়ে গেলেন? বড় কমজোর ছিল তাদের ঈমান।

২৬) তারপর আল্লাহ্‌ নাজিল করেণ শান্তনা তার রাসুল ও মুমিনদের প্রতি, এবং অবতীর্ণ করেণ এমন এক সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেণ কাফিরদের, আর এটি হলো তাদের কর্মফল।

একজন মুমিন সমান দশজন কাফির নয়? এতো সৈনিক থাকা সত্বেও আকাশ থেকে ফেরেস্তা আর্মি নামাতে হলো? শুধু ফেরেস্তা আর্মি দিয়ে যুদ্ধ হয় না?

২৮) হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পরে যেন তারা পবিত্র মসজিদের নিকটে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো তাহলে আল্লাহ্‌ চাইলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।

২৯) তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের (তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কিতাব অনুসারী) ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আর নিষেধ করে না যা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুল নিষেধ করেছেন, এবং সত্য-ধর্ম গ্রহন করে না, যতক্ষণ না করজোড়ে জিজিয়া (কর) প্রদান করেছে ও আনুগত্য মেনে নেয়।

তাদের যেহেতু কিতাব আছে সুতরাং তাদের আল্লাহ্ আছেন, নবী আছেন, আখেরাতও আছে। হঠাৎ করে তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের নতুন ধর্মকে সত্য-ধর্ম বলে গ্রহন করবে কেন? করজোড়ে কর প্রদান আর আনুগত্য মেনে নেয়ার সাথে ধর্মের সম্পর্কটা কি?

৩০) ইহুদীরা বলে উজায়র আল্লাহ্র পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুণ, তারা কেমন সত্য থেকে বিমুখ হয়।

আবারও পরধর্মের সমালোচনা বিদ্রুপ করা? আল্লাহ কি অন্য কোন আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছেন- 'আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুণ' না কি এর আড়ালে মুহাম্মদ লুকানো? মুহাম্মদের সাথে বিয়ের সময় বিবি খাদিজা কি খৃষ্টান ছিলেন না? কোন্ ধর্মানুসারে মুহাম্মদ তাঁর দুই মেয়ে রোকেয়া ও কলসুমকে আবু-লাহাবের দুই পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন?

৩৩) তিনিই সেইজন যিনি আপন রাসুলকে পঠিয়েছেন হেদায়ত ও সত্য-ধর্ম দিয়ে, যেন এই ধর্মকে সকল ধর্মের ওপরে প্রধান্য দিতে পারেণ। যদিও মুশরিকগণ তা অপ্রীতিকর মনে করে।

অন্য ধর্মের ওপর নিজের ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার করা তো সাম্প্রদায়ীকতা।

৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহ্র পথে তোমাদেরকে বের হবার জন্যে বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আখেরাতের তুলনায় খুবই অল্প।

কোথকার বাক্য কোথায় এনে লাগানো হয়েছে। বাক্যটি এই সুরার প্রথমে থাকার কথা। আর কতো যুদ্ধ? মানুষ একটু অব্যাহতি চায়।

৩৯) যদি তোমরা বের না হও, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভীষন শাস্তি দেবেন আর অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

এতোদিন আল্লাহ্র প্রীয় হয়ে থেকেও এরা আল্লাহ্র ক্ষতি করবেন তা কল্পনা করাও তো গুনাহ্। যাক আল্লাহ্র ইচ্ছে, তাঁর সব কিছুই কল্পনা করার অধিকার আছে।

৪০) যদি তোমরা তাঁকে (রাসুলকে) সাহায্য না করো তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরেরা তাঁকে বহিস্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দুজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সান্তনা নাজিল করলেন, এবং তাঁর সাহায্যে এমন এক বাহিনী পাঠালেন

যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কাফিরদের মাথা নত করে দিলেন, আর আল্লাহ্‌র কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

এই বাক্যে বক্তা আল্লাহ্ না মুহাম্মদ না জিব্রাইল? এদের হলোটা কি? এতোভাবে কাকুতি মিনতি করা হচ্ছে, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতিও দেখানো হচ্ছে, সর্বোপরি তারা জানেন তারা আছেন যতো আকাশ থেকে আসবেন ততো এবং মহা পরাক্রমশালী স্বয়ং আল্লাহও তাদের পক্ষে, তবুও যেন ওরা নড়তে চায় না। তাদের কি হুনাইনের সেই ভয়ানক জঙ্গলের কথা মনে পড়েছে, না কি রোমানদের ভয়ে তারা ভীত ! আর আল্লাহই বা কষ্ট করে বারবার সাদা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে ধরাতলে নেমে আসেন কেন? কিছু সময়ের জন্যে সুপারম্যান আজরাইলকে পঠিয়ে দিলেই তো হতো।

৪১) তোমরা বের হয়ে পড়ো অল্প অথবা প্রচুর সরঞ্জাম নিয়ে (যা কিছু আছে তা'ই নিয়ে) আর জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের প্রাণ ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে খুবই উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো।

মদীনার নতুন মুসলমানদের বুদ্ধী-সুদ্ধী মক্কার জিহাদী ভাইদের তুলনায় একটু কমই। এমনিতেই যুদ্ধে যেতে চায় না আর গেলেও যুদ্ধে পাওয়া মালের ওপর ভাগ বসাতে চায়। এরা তখন বুঝবে যখন মুনাফিকের খাতায় নাম উঠবে।

৪২) যদি (এ যুদ্ধে) আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো আর যাত্রা-পথ সংক্ষিপ্ত হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যেতো, কিন্তু দুর্গম পথ তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হলো। তারা তোমার কাছে কসম খেয়ে বলবে- আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছে আর আল্লাহ্ জানেন এরা মিথ্যেবাদী।

মহা-শক্তিশালী রোম-সম্রাটের সাথে যুদ্ধ। নগদ মালের সম্ভাবনাও নেই। খামখা জানের ওপর রিস্ক নিতে কি সকলে চায়?

৪৩) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুণ, আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার কাছে পরিস্কার হয়ে যেতো কে সত্য বলছে আর জেনে নিতেন কে মিথ্যেবাদী?

'আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুণ, আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন' কে বলছেন কথাটা? মুহাম্মদের কোন গুপ্তচর, কোন সাহাবী? ক্ষমা তাকেই করা হয় যে অপরাধ করে। আল্লাহ্‌র পারমিশন না নিয়ে মুহাম্মদ কাজটা করেলন কি !

৬৬) অজুহাত দেখিও না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছো ঈমান আনার পরও। তোমাদের কিছু লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব কারণ তারা ছিল অপরাধী।

৭৯) যারা বিদ্রুপ করে সেই সকল মুসলমানদের প্রতি যারা মুক্ত মনে দান খয়রাত করে, এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই নিজের পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ ছাড়া। অতঃপর তারা ওদের প্রতি ঠাট্টা করে, আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
যে আল্লাহ্ বারবার বলেন তার কাছে আছে অফুরন্ত ধন-ভান্ডার, মানুষের সকল ধন তারই দেয়া, সেই আল্লাহ্ যখন মানুষের কাছে কর্জ চান, ভিক্ষে চান, বিজনেস করেণ, মানুষ একটু কনফিউজ্‌ড হবেই। মদীনার মানুষ মুসলমান হলো কিন্তু তাদের পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ ছাড়া কিছুই নেই, আর

মক্‌কার শরণার্থীদের কিছুই ছিলনা অথচ এখন দুই হাতে দান-খয়রাত করতে পারে, বিষয়টায় ভাববার হেতু আছে। যাক আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি ঠাট্টা করে নিয়েছেন। সমানে সমান হয়ে গেছে আর দুঃখ নেই।

৮০) তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো, যদি তাদের জন্যে সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবু আল্লাহ ওদের ক্ষমা করবেন না। তা এ জন্যে যে তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসুলকে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ্ নাফরমানদেরকে পথ দেখান না।

আল্লাহ্‌র রাগ উঠে গেছে সুতরাং মুহাম্মদ ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তা কবুল হবে না। তবে যদি একাত্তরবার করেণ?

৮১) পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্‌র রাসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দবোধ করেছে, আর তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে এই গরমের দিনে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও জাহান্নামের আগুন অনেক বেশী উত্তপ্ত যদি তারা বুঝতে পারতো।
৮২) অতএব তারা সামান্য হেসে নিক। তাদের কৃতকর্মের বদলে অনেক বেশী কাঁদবে।

তারা হাসলো আর আল্লাহ্ হাসলেন না, এ কেমন কথা?

৮৩) কাজেই আল্লাহ্ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন (তাবুক থেকে) তাদের কোন দলের মাঝে আর তারা তোমার সাথে বেরুবার অনুমতি চায় তুমি বলো- তোমরা কোন সময়ই আর আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। নিশ্চয়ই তোমরা তো প্রথমবারে পেছনে থেকেছ সুতরাং পেছনে থাকার দলেই থেকো।

'আল্লাহ্ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন' কথাটা যেন কোন মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত মনে হলো।

৮৪) তাদের কারো মৃত্যু হলে তুমি তাদের জন্যে নামাজ পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, আর রাসুলের প্রতিও, আর তারা মরেছেও নাফরমান অবস্থায়।

যুদ্ধে অংশ গ্রহন না করার অর্থ বুঝি আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা? এরা কি মুসলমান ছিল?

৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা তোমার কাছে এসে ছলনা করবে, তুমি বলো ছলনা করো না আমি কখনো তোমাদের কথা শুনবো না, আল্লাহ আমাকে তোমাদের সম্মন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এখন থেকে আল্লাহ্ই তোমাদের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করবেন আর তার রাসুলও। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে সেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিষয়ে অবগত সত্তার কাছে। তিনিই তোমাদের বলে দেবেন তোমরা যা করেছিলে।
৯৫) যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা আল্লাহ্‌র কসম খাবে, যেন তুমি তাদের উপেক্ষা করো, সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহে এরা না-পাক এবং এদের গন্তব্যস্থল হলো জাহান্নাম।

৯৫) তারা তোমার কাছে কসম খাবে যেন তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, তোমরা যদি সন্তুষ্ট হয়েই যাও তবু এ নাফরমানদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন না।

হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলে কি হবে, সুপ্রিম কোর্টে আপিল হয়ে গেছে, ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই। 'ভবিষ্যত-কাল' দিয়ে বলা বাক্যগুলো, ঘঠনা ঘটে যাওয়ার পর খোজ-খবর নিয়ে তারপর প্রকাশ করা হচ্ছে কেন?

১০২) কোন কোন লোক আছে যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা এক ভাল কাজের সাথে অপর মন্দ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

'আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন' কথাটা আল্লাহ্র?

১০৩) তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (দান) গ্রহণ করো যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের জন্যে শান্তনা স্বরূপ। আসলে আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

সর্বনাশ, বলেন কি ! এরই মধ্যে কালো টাকা সাদা হয়ে গেলো? তবুও শুকরিয়া টাকার গন্ধ পেয়ে আল্লাহ যে মাইন্ড চেইন্জ করেছেন। এবার তো আল্লাহ্র গুস্যা কিছুটা শীতল হয়েছে। তা- দোয়া কতবার করতে হবে? ৭০ বার না ৭১ বার?

১০৭) যারা জিদের বশে মসজিদ নির্মান করেছে, তাদের ঘাটি স্বরূপ, কুফরির তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, পূর্ব থেকে যুদ্ধ করে আসছে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের সাথে, তারা কসম খেয়ে বলবে- আমরা যা করেছি মঙ্গলের জন্যে করেছি। অথচ আল্লাহ সাক্ষী যে তারা সবাই মিথ্যুক।

কোর্ট নেই, কাছারী নেই সাক্ষী হাজির। আবার কেউ সাক্ষীকে দেখেও না।

১১১) আল্লাহ্ মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে তাদের জন্যে রয়েছে বেহেস্ত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাস্তায় অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল, কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে নিজ ওয়াদাতে সত্যনিষ্ট আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করো তোমাদের সওদার জন্যে যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটি হচ্ছে মহা সাফল্য।

জান- মাল নগদ, দৃশ্যমান ও বাস্তব কিন্তু বেহেস্ত বাকী, অদৃশ্য ও কল্পনা, এ কেমন বিজনেস?

১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক, আর জেনে রেখো আল্লাহ্ মুত্তাকিনদের সাথে আছেন।
এ আয়াত অনুসরণ করেই, সারা পৃথিবী জুড়ে ঈমানদারগণ (অবশ্য যারা প্রকৃত ঈমানদার) কাফির নিধনে লিপ্ত আছেন এবং এ যুদ্ধ অনাদিকাল চলবে। এ কোরআনই শিক্ষা দেয়া হয় ইসলামী সেন্টার, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোরআন হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-সন্ত্রাসের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল. নট এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ।

সমাপ্ত।